যদু মাস্টার

যদু মাস্টার

যদু মাস্টার

যে সময়ের কথা বলছি তখন এ দেশে এত স্কুল হয় নি। এখনকার মতো এত ছেলেমেয়েও স্কুলে পড়ত না। দু'চার গাঁও পরে পরে স্কুল। তাও খাল পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে, কখনও বা নদী পেরিয়ে যেতে হত। স্কুলও ছিল তেমনি। কোথাও ছনের চালা, তার বেড়া নেই। কোনোটা আবার গাছের নিচে, ঘর নেই।

ভুঁইয়া বাড়ির খালের পাড়ে বড় বটগাছ। গরমের দিনে দুপুরবেলায় সবাই গাছের নিচে বসে। বটের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়। যদু মাস্টার এখানেই ১০–১২ জন ছেলেমেয়ে নিয়ে পড়ান। ওপরে খড়ের একটা চালা। বসারও তেমন ব্যবস্থা নেই। শুধু কয়েকটা ছেঁড়া চট। এটাকে সবাই বলে– 'যদু মাস্টারের স্কুল।'

ছাত্ররা বেতন দেয় না। ঠিকমতো আসেও না। তবু যদু মাস্টারের স্কুল খোলা চাই। মাঝে মাঝে যদু মাস্টারের বউ রেগে যান। বলেন, 'কী লাভ ছাত্র পড়িয়ে, জমিতে কাজ করলেও তো সংসারের উন্নতি হয়।' যদু মাস্টার হাসেন। বলেন, 'কাউকে কিছু শেখানোর যে কত আনন্দ, তা তুমি বুঝবে না!'

দুপুরে ছাত্ররা পড়ে চলে যায়। যদু মাস্টার ভাবেন, সামনে বর্ষা। খড়ের চালায় কুলাবে না, ভেঙে পড়বে। তখন কী হবে! এই ভাঙা ঘরে পড়তে আসবে কারা?
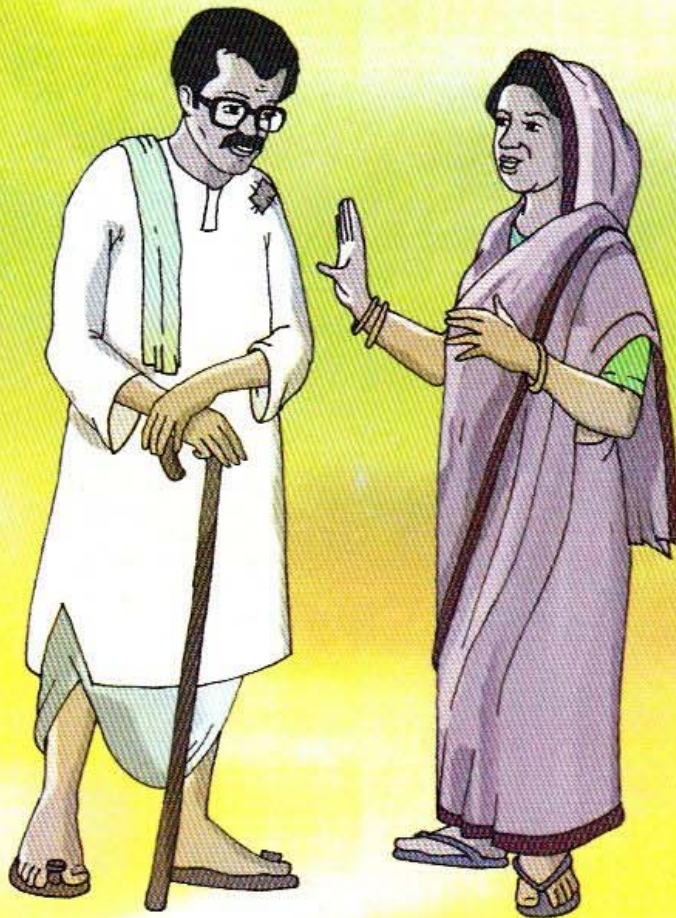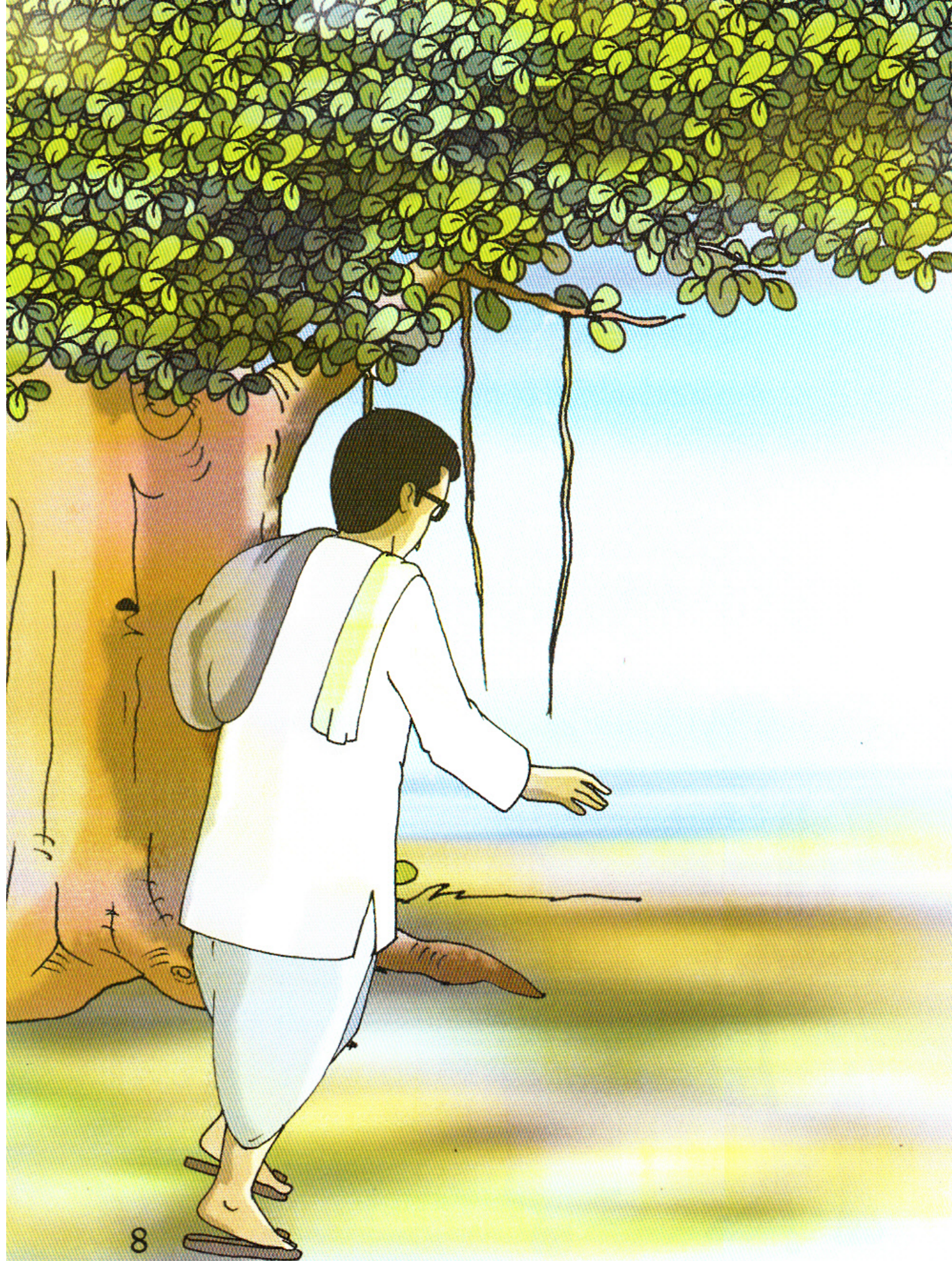
ফজল চাচা একদিন যদু মাস্টারকে ডেকে বলেন, 'যদু, বসে বসে ভেবে লাভ নেই। এ গাঁয়ে তোমার স্কুলের চালা ঠিক করার জন্য টাকা দেয়ার সামর্থ্য কারো নেই।' যদু মাস্টার বলেন, 'চাচা, শুধু কি চালা? ছাত্রদের তো বইও নেই। এত টাকা পাই কোথায়? বই না হলে পড়বে কী!' ফজল চাচা বলেন, 'শোন, তিন গ্রাম দূরে পীরহাটির জঙ্গল পেরিয়ে মাধবপুরের জমিদার আমীর খাঁর বাড়ি। বড় ভালো মানুষ। তাঁর কাছে গেলে কিছু পেতে পার।'

পরদিন সকাল সকাল চারটে ভাত খেয়ে একটা লাঠির মাথায় পোটলা বেঁধে রওয়ানা দেন যদু মাস্টার। পথ তো কম নয়। পায়ে হেঁটে যেতে হবে। সন্ধ্যার আগেই পার হতে হবে পীরহাটির জঙ্গল। বলা তো যায় না কী হয়! এদিকে নাকি খগা ডাকাতের আস্তানা। ওর হাতে পড়লে তো আর রক্ষে নেই। জীবনও যেতে পারে।

পশ্চিম আকাশে মেঘ জমেছে। বাতাস বইতে লাগল। জোরে পা চালালেন যদু মাস্টার। শুরু হল ঝড়। এই বনের মধ্যে কোথায় আশ্রয় মিলবে? চারদিকে শুকনো ডাল বাতাসে মটমট করে ভাঙছে। দৌড়াতে দৌড়াতে দেখেন সামনে এক ভাঙা বাড়ি। যদু মাস্টার ছুটতে ছুটতে ভাঙা দালানে আশ্রয় নিলেন। ঢুকে পড়লেন তার মধ্যে। কিন্তু ঝড় তো থামে না। সঙ্গে বৃষ্টি। ভাঙা বাড়ির ঘরের এক কোণে বসে পড়লেন চুপচাপ। দরজা-জানালা সব ভাঙা। বৃষ্টির ছাঁট এসে তার গায়ে লাগছে।

বোধ হয় ঘুম এসে গিয়েছিল তার। লাঠির ঘায়ে জেগে দেখেন মশাল হাতে দাঁড়িয়ে আছে অচেনা একজন। ভয় পেলেন যদু মাস্টার। বুঝলেন, আজ আর রক্ষে নেই। ডাকাতের হাতে পড়েছেন।

'চল্, ওস্তাদের কাছে। সাহস তো কম না। চামচিকের মতো চেহারা। এসেছিস খগা ডাকাতের আস্তানায়', বলল লোকটা।

যদু মাস্টার লাঠি আর পোটলাটা কাঁধে নিয়ে চললেন। বাড়িটা ভাঙা হলেও অনেক বড়। অনেকগুলো ঘর। চার–পাঁচটা ঘর পার হয়ে এলেন ভেতরের এক ঘরে। দেখলেন, ঘরের মাঝখানে খড়ের গদি পাতা। তার ওপর বসে বিশাল চেহারার এক লোক। তার পাশে আরো তিন–চার জন। যদু মাস্টারের বুঝতে বাকি রইল না, এ কে?

'খগার আস্তানায় ঢোকার সাহস কোথায় পেলি?' জিজ্ঞেস করল খগা ডাকাত। যদু মাস্টার কাঁপছেন। একজন বলল, 'সর্দার, ওর পোটলা দেখি। এ বেটা নিশ্চয়ই পুলিশের চর।' একজন পোটলাটা খুলল। দেখে বলল, 'সর্দার এতে আছে একটা লুঙ্গি, গামছা আর চিঁড়ে–গুড়।'

খগা বলল, 'এই বল্, কে তুই? কী করিস? কোথায় যাচ্ছিস? এখানে এলি কেন?' যদু মাস্টার কাঁপতে কাঁপতে সব কথা বললেন। খগা ডাকাতের বোধ হয় দয়া হল। সে একজনকে ডেকে বলল, 'এই বুধো, একে খেতে দে।'

সবাই গোল হয়ে খেতে বসল। মাঝে খগা ডাকাত। বনমুরগির মাংস আর ভাত। খেতে খেতে খগা বলল, 'দেখ মাস্টার, তোমার কথা শুনে আমার ভাল লেগেছে। তোমার কথা যদি সত্যি হয় তবে তোমার বিপদ নেই। কিন্তু মিথ্যে হলে রক্ষে নেই। খগার আস্তানায় ঢোকার শাস্তি তুমি পাবে। আর শোন, আমীর খাঁ খুব কৃপণ লোক। তোমাকে কিছু দেবে না। স্কুলের চালা তৈরি, ছাত্রছাত্রীদের বই কেনার সাহায্য ওর কাছে পাবে না।'

যদু মাস্টার বললেন, 'আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন। আমি না গেলে ভাঙা স্কুলটিও চলবে না। ও গাঁয়ে আর কেউ পড়ালেখা করবে না। আমি অন্য উপায় দেখি।'
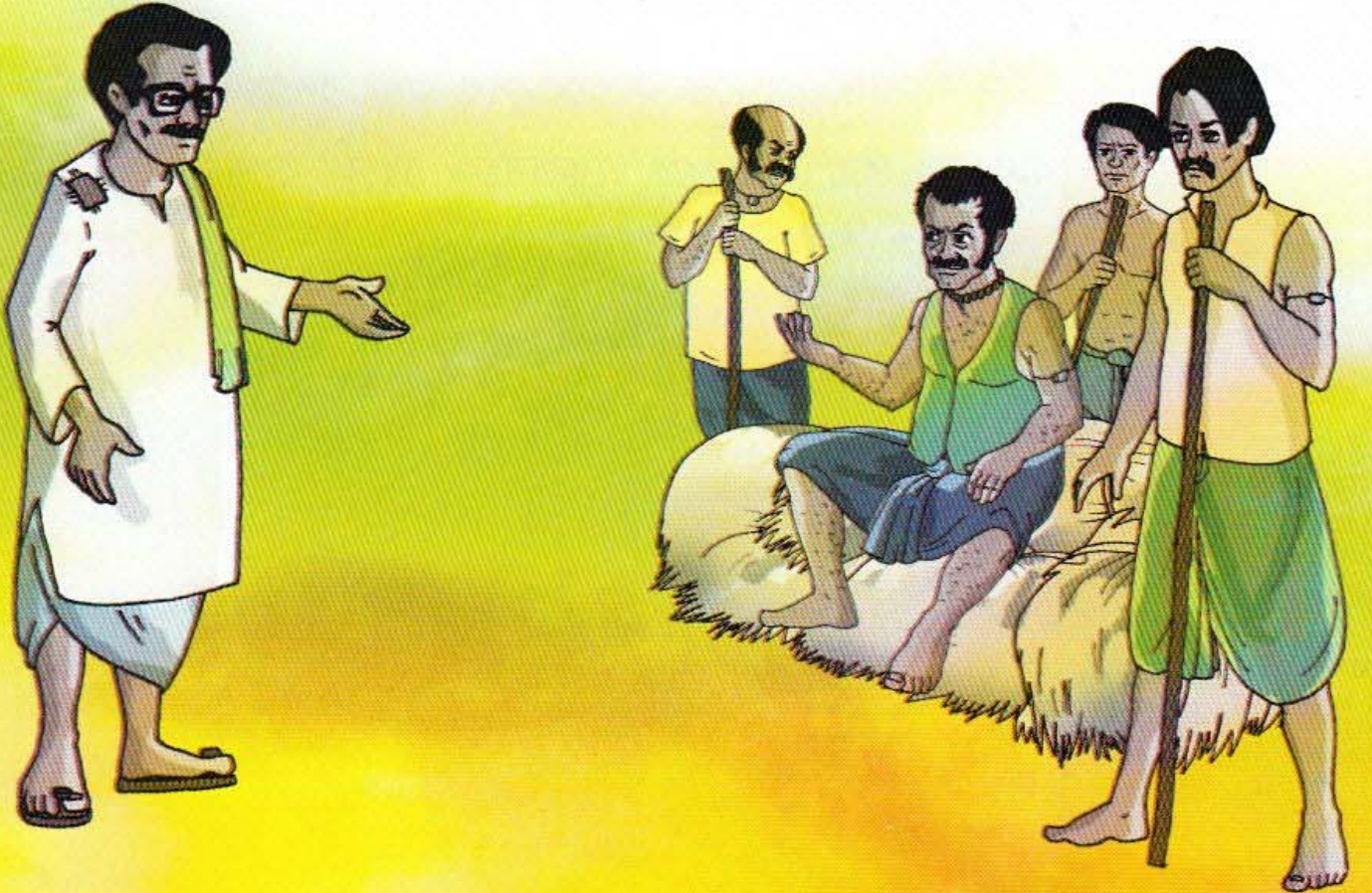
'আগে পেট ভরে খাও। অন্য উপায় দেখতে হবে না,' গম্ভীর গলায় খগা বলল। তারপর দু'জনকে দেখিয়ে বলল, 'কাল সকালে কাঠু আর পেঁচা যাবে তোমার সাথে। যদি তোমার স্কুল, ছাত্রছাত্রী পড়ানো সব কথা ঠিক থাকে, তবে তোমাকে ওরা সাহায্য করবে। আর যদি মিথ্যা হয়, ওই ভুঁইয়া বাড়ির খালের পানিতে তোমায় চুবিয়ে মারবে।' কথাগুলো বলে খগা ডাকাত কাঠু আর পেঁচার দিকে ফিরল। বলল, 'কাঠু, পেঁচা। তোরা বড় মোষের গাড়িতে মাস্টারের স্কুল ঘরের জন্য খড় নিবি। আর এই নে কিছু টাকা। মাস্টার, এখন ঘুমাতে যাও। আমি চলি।' এই বলে খগা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ভাঙা বাড়ির মধ্যে কাঠু আর পেঁচা ডাকাতের মাঝখানে খড়ের বিছানায় শুয়ে যদু মাস্টার চিন্তা করতে লাগলেন। একী হয়! এটা কি সত্যি? খগা ডাকাতের টাকায় হবে তার স্কুল? ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।
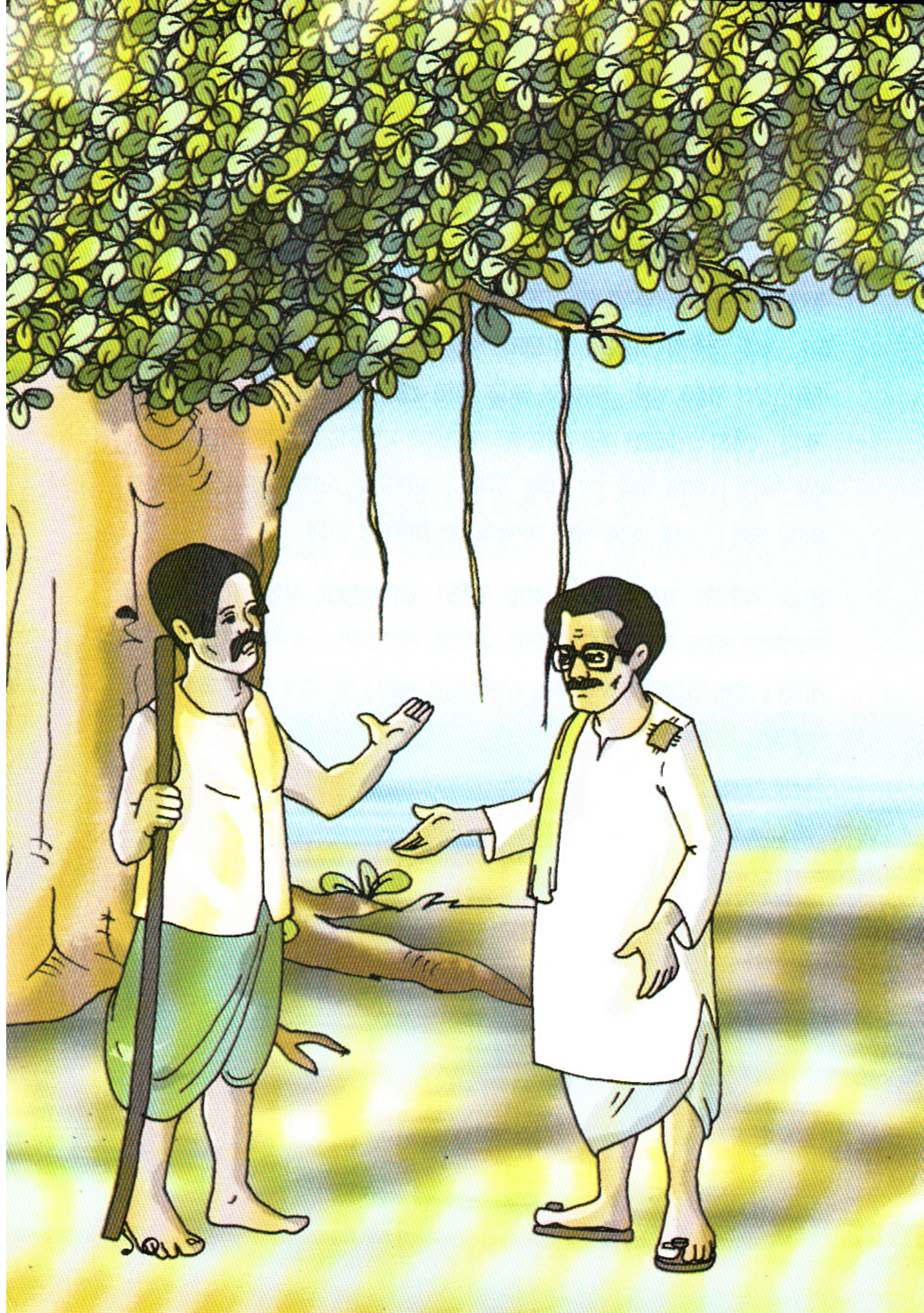
পরদিন বিকেলে কাঠু ও পেঁচাকে সঙ্গে নিয়ে যদু মাস্টার এলেন স্কুলের কাছে। মোষের গাড়ি থেকে নেমেই কাঠু বলল, 'তবে কাজ শুরু করি, মাস্টার।' যদু মাস্টার বললেন, 'একটু বিশ্রাম নাও।' 'আমাদের আবার বিশ্রাম,' বলল কাঠু। 'কোথায় তোমার বাঁশঝাড়, দেখাও। বাঁশ কেটে আনি।' যদু মাস্টার সব কিছু জোগাড় করতে লাগলেন।

পরদিন সকাল থেকে শুরু হল পুরো কাজ। খবর পেয়ে যদু মাস্টারের ছাত্রছাত্রীরাও এল। যদু মাস্টার ভাবলেন, এই কাঠু–পেঁচা কত কাজই না জানে, অথচ এরা ডাকাতি করে!
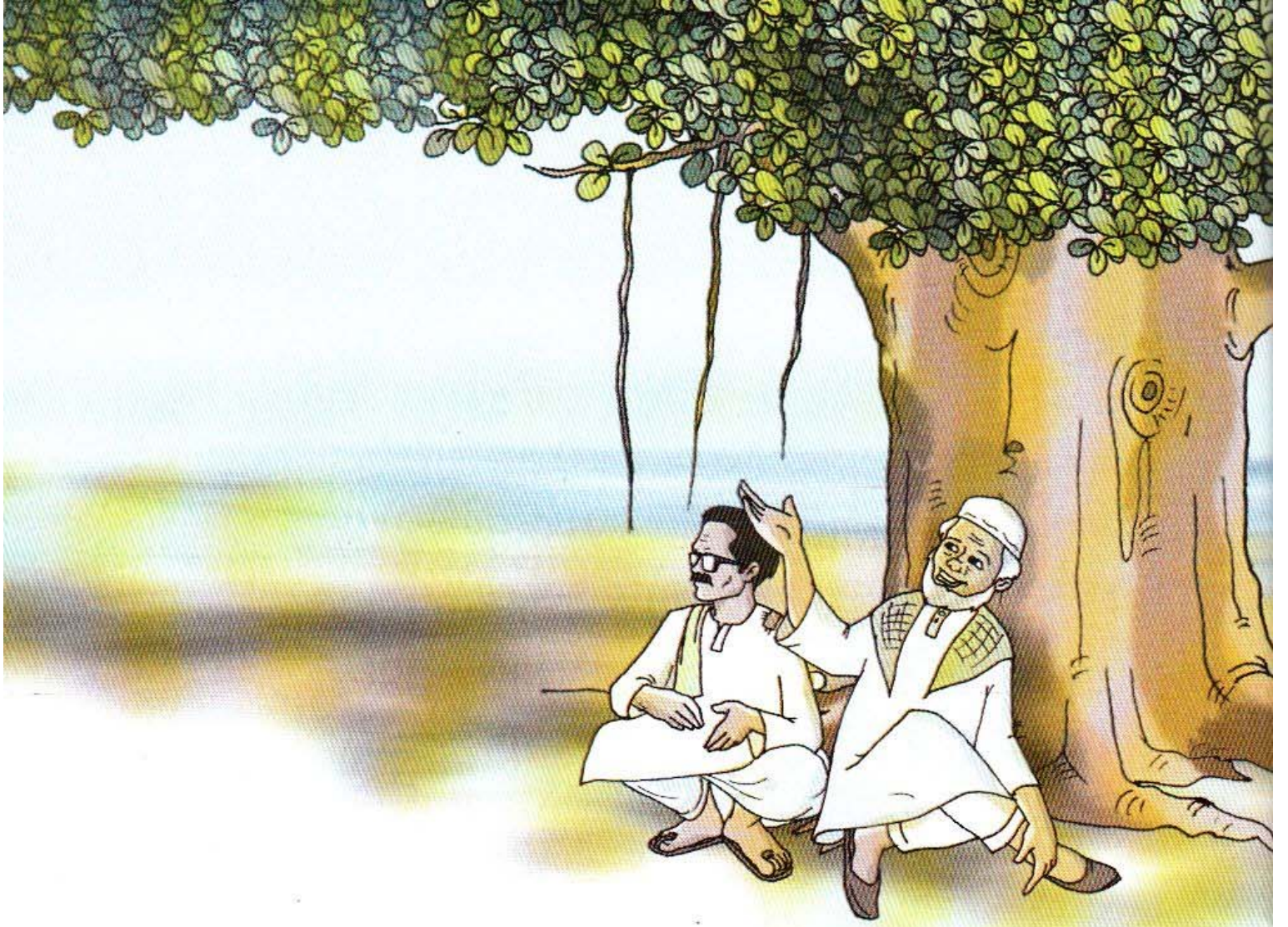
ফজল চাচা এসে স্কুলের কাজ দেখে একগাল হেসে বললেন, 'বলিনি মাস্টার, আমীর খাঁ কত ভালো লোক? তোমার স্কুল ঘর করে দেবে!' যদু মাস্টার চুপ করে থাকলেন।

তিনদিন কাজের পর স্কুল ঘরে খড়ের ছাউনি হল। কাঠু বাজার থেকে চট কিনে ছেলেমেয়েদের বসার ব্যবস্থা করল। নতুন ঘর আর বসার জায়গা হওয়ায় আরো নতুন ছেলেমেয়ে স্কুলে এসে ভর্তি হতে লাগল। যদু মাস্টারের মনে এখন আনন্দ। বৃষ্টি–বাদলায় তাঁর স্কুল আর নষ্ট হবে না।

কাজ শেষ। কাঠু ও পেঁচা চলে যাবে। যদু মাস্টার বললেন, 'এস, মাঝে মাঝে তোমার ওস্তাদকে এদিকে আসতে বোলো।' কাঠু আর পেঁচা ফিরে চলল ওদের বুধারগাঁতি গ্রামে। যেতে যেতে পেঁচা বলল, 'কাঠু, দেখ, যদু মাস্টার কত ভালো কাজ করছে। কত ছেলেমেয়ে ওর কাছে পড়ালেখা শেখে। আমাদেরও তো ছেলেমেয়ে আছে। চল্ না, ওদের স্কুলে ভর্তি করি। পড়ালেখা শেখাই।' কাঠু বলল, 'হ্যাঁ, পেঁচা। চল্ তাই করি। আর আমরাও ডাকাতি ছেড়ে দিই। জমি যা আছে কাজ করলে অভাব হবে না। ওস্তাদকেও বলি কথাটা।'

দিনে দিনে যদু মাস্টারের স্কুলের নাম ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

এখন অনেক ছেলেমেয়ে স্কুলে। একদিন বিকেলবেলা। স্কুলের বারান্দায় বসে ভাবছেন যদু মাস্টার, কতজনের কাছে টাকা চাইলাম, কেউ দিল না। দিল এক ডাকাত। ইস্, ওরা যদি ভালো হত! হঠাৎ পেঁচা ডাকাত এসে দাঁড়াল সামনে। বলল, 'মাস্টার, আমরা ভালো হয়ে গেছি। আর ডাকাতি করি না। তোমাকে দেখে বুঝতে পেরেছি, ডাকাতি করা ভালো নয়। এখন আমরা চাষাবাদ করি। সর্দারও চাষাবাদ করে। সর্দার বলেছে, তার ছেলেমেয়ে বড় হলে তোমার এখানে পাঠাবে। ওরা পড়ালেখা শিখবে। মাস্টার, কাউকে বলনি তো আমরা ডাকাত!' যদু মাস্টার হেসে বললেন, 'না, পেঁচা, কাউকে বলিনি। কিন্তু এখন তো তোমরা ভাল মানুষ।'

যদু মাস্টারের স্কুল এখন জমজমাট। কোনো বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে জন্ম নিলে ফজল চাচা সেখানে গিয়ে হাজির হন। একগাল হেসে বলেন, 'বড় হলে তোমার সন্তানকে যদু মাস্টারের স্কুলে পাঠাবে কিন্তু!'